দৈনিক খবর ২৩

তারিখ 07 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৭

সন্ত্রাস প্রসঙ্গে উপাচার্যের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া গত সোমবার শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির কাছে যে বক্তব্য রেখেছেন তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনার দাবী রাখে। তিনি বলেছেন- 'রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ না হলে সন্ত্রাস বন্ধ সম্ভব নয়।' উপাচার্য বলেন, রাজনৈতিক ঐকমত্য ও অঙ্গীকার ছাড়া শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একার চেষ্টায় সন্ত্রাস দমন করা যাবে না।

উপাচার্যের এ বক্তব্যে সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয়েছে। সেটা হলো- রাজনৈতিক দলগুলোই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের জন্য দায়ী। তাই তিনি বলেছেন যে, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ না হলে সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব নয়।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত সন্ত্রাসী তৎপরতা সম্পর্কে যারা খোঁজ-খবর রাখেন তারা কেউ উপাচার্যের উল্লেখিত অভিমতের সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যেসব ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সাথে বিশেষ কতিপয় ছাত্র সংগঠন জড়িত ছিল বলে সংবাদপত্রের রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ। এইসব ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবেই কাজ করে আসছে। অতএব, ক্যাম্পাসে যারা সন্ত্রাস করে তাদের পেছনে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের মদদ রয়েছে বলে ধারণা করা চলে। অভিজ্ঞ মহলেও এই বিশ্বাস বিদ্যমান রয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হবে না। অতএব, নিরপেক্ষ মনে সমস্যাটাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে সন্ত্রাস বন্ধে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে।

এ ব্যাপারে প্রথম যা করণীয় সেটি হলো- প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের মধ্যে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধের উপায় সম্পর্কে ঐকমত্য সৃষ্টি করা। শুধু হাওয়ায় গদা ঘুরিয়ে কিংবা নিজের দোষ আড়াল করার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রচার করে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। সংকীর্ণ দলগত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে এ সমস্যার সমাধান বের করা সম্ভব নয়।

পত্রিকান্তরের রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ, সংসদীয় কমিটির কাছে উপাচার্য আরো বলেছেন, 'ক্যাম্পাসে অস্ত্র তৈরী হয় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জানার কথাও নয় অস্ত্র কোত্থেকে আসে। ক্যাম্পাসে অবৈধ অস্ত্রের উৎস বন্ধের জন্যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

এ কথার অর্থ দাঁড়ায় অবৈধ অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো ওয়াকিবহাল। তাই অবৈধ অস্ত্রের আমদানি বন্ধের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যতক্ষণ এটা করা না হচ্ছে ততক্ষণ ক্যাম্পাসে অস্ত্রবাজি বন্ধের আশা দুরাশা বলেই গণ্য হবে।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধের উপায় সম্পর্কে উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার এ স্পষ্ট অভিমতের আলোকে বলা যায় যে, শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার বিষয়টি মূলতঃ রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো কতটা সদিচ্ছার পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন তার ওপরই এ সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল। তাই ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার উপায় সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিনিময় শুরু হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ দ্বারা চালিত না হয়ে জাতীয় স্বার্থ ও জনকল্যাণের নিরিখ দিয়েই সমস্যাটা বিবেচনায় আনা সম্ভব হলে এর একটা সুষ্ঠু সমাধান বেরিয়ে আসবেই।

সংশ্লিষ্ট দলগুলো নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত মনে জাতীয় কল্যাণের দৃষ্টিকোণ দিয়ে ক্যাম্পাসে অস্ত্রবাজি বন্ধের বিষয়টাকে বিবেচনায় আনতে অধিক বিলম্ব করবেন না এটা একান্তভাবেই কাম্য। সব দলের সম্মিলিত প্রয়াসে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আবার ফিরে এসেছে এটা দেখার জন্য জনগণ উন্মুখ হয়ে আছেন।